যায়যায়দিন

তারিখ 07 SEP 201[illegible]
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ভারাক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মতিউর অনিক

ভারপ্রাপ্ত ও অস্থায়ী কর্মকর্তাদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রক্টর, রেজিস্ট্রার ও হল প্রভোস্টসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অন্তত ১৫ কর্মকর্তা অস্থায়ী ও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই দীর্ঘসময় ধরে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এমনকি ভারপ্রাপ্ত পদে ৬-৭ বছর চাকরির পর অবসরে যাওয়ার নজিরও রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে হাতের মুঠোয় রেখে দলীয়ভাবে ব্যবহার করতে ভারপ্রাপ্ত পদে এসব কর্মকর্তাদের বহাল রাখা হচ্ছে। সেখান থেকেই তারা রাজনৈতিক পরিচয়ে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন।

অন্যদিকে প্রশাসন পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত ওইসব কর্মকর্তাদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। ফলে বেশ কয়েকটি দপ্তরের কাজে শিথিলতা ও স্থবিরতা নেমে আসার পাশাপাশি কমছে জবাবদিহিতা। বাড়ছে নিষ্ক্রিয়তা ও সমন্বয়হীনতা। আবার ভারপ্রাপ্তরা স্থায়ী হতে না পেরে তাদের মধ্যে ক্রমেই দানা বাঁধছে অসন্তোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ- পদের জন্য যোগ্য না হওয়ায় ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে দপ্তর পরিচালিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কাজের আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ সাফল্যের কথা বিবেচনা করে এসব পদে যোগ্য ব্যক্তিকে সরাসরি দায়িত্ব দেয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য মতে, ২০১১ সালের ৩ অক্টোবর ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর পদে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক সহকারী প্রক্টর ড. আমজাদ আলী। এর আগে ২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রক্টর ছিলেন অধ্যাপক কেএম সাইফুল ইসলাম। বর্তমান প্রক্টর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ভিন্ন মতাদর্শ ধারণকারী শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বহিরাগত দোকান, মাদকের চোরাচালান, ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে অবাধ যানচলাচলসহ বিভিন্ন অনিয়মে সয়লাব হয়ে গেছে পুরো ক্যাম্পাস। প্রতিদিন ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা ও ছাত্রী উত্যক্ত করাসহ নানা অঘটনের শিকার হয়ে ভুক্তভোগীরা চেষ্টা করেও প্রক্টরিয়াল টিম থেকে কোনো সাহায্য পান না বলে জানা গেছে। অনেক সময় প্রক্টরের সঙ্গে এসব বিষয়ে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক প্রবীণ শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি জানান, তারা বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রক্টরকে ফোন দিলেও তার পক্ষ থেকে সাড়া মেলেনি। এই কারণে তারা বর্তমান প্রক্টরের দায়িত্ব সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

২০০৭ সালের ১ জুলাই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পান সৈয়দ রেজাউর রহমান। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধান ভারাক্রান্ত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

ভারাক্রান্ত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হিসাব পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হন মো. আশরাফ উদ্দিন। দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমেদ। বখতিয়ার ফজলুর রহমানের পদোন্নতি হওয়ায় ২০০৬ সালের জুলাই থেকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন গ্রন্থাগারিক পদে ভারপ্রাপ্ত হন সৈয়দ ফরিদা পারভীন। হামিদা আখতার বেগম অবসরে গেলে ২০০৭ সালের ১ জুলাই থেকে ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দপ্তরের পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হন অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম। এস্টেট ম্যানেজার পদে ভারপ্রাপ্ত রয়েছেন সুপ্রিয়া দাস। ২০০৮ সালের নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের সিনিয়র ম্যানেজার পদে ভারপ্রাপ্ত হন এসএম বিপাশ আনোয়ার। প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. এ টি এম নুরুল রহমান খান। ভারপ্রাপ্ত উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-৩) হিসেবে করছেন আবু তাহের ভূঞা। নবায়নযোগ্য শক্তি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হয়েছেন প্রফেসর ড. মো. সেকুল ইসলাম।

২০০৯ সালের ২২ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ভারপ্রাপ্ত প্রোভস্টের দায়িত্ব পান অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী। সেই থেকে সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে তিনি ভারপ্রাপ্তই আছেন। অথচ স্বাভাবিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রভোস্টের মেয়াদ থাকে তিন বছর। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করছেন মো. মফিজুল ইসলাম। এর আগে মো. আমির হোসেন দায়িত্বে থাককালে টেন্ডার দুর্নীতির দায়ে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জীবন কুমার মিস্ত্রি। এ দপ্তরের ওপর নির্ভর করে উন্নয়নের সার্বিক বিষয়। এত বড় একটি দপ্তরপ্রধানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দরকার। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ওই কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব থাকায় তার প্রভাব পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।

ভারপ্রাপ্ত একাধিক কর্মকর্তার কাছে তাদের অবস্থানের কথা জানতে চাইলে তারা বলেন, বিভিন্ন সময় এসব পদের কর্মকর্তা অবসরে যাওয়ায় বেশ কিছু পদ শূন্য হয়। স্থায়ী কোনো কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত সাময়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। পদ শূন্য হওয়ার পরপরই এসব পদে কাউকে স্থায়ী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ না দেয়ায় এর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় প্রশাসনে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকের অভাব দেখা দেবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পর্যায়ের অধিকাংশ নিয়োগে দলীয় পরিচয়কেই মুখ্য বিবেচনা করা হচ্ছে। যার ফলে একদিকে যেমন তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে কাজের ক্ষেত্রেও ভোগান্তির শিকার হচ্ছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হচ্ছে তাই চলছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর, রেজিস্ট্রারসহ প্রধান কয়েকটি পদে ভারপ্রাপ্ত রয়েছেন সেটিকে 'ভারপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসব পদ থেকে ভারপ্রাপ্তদের সরিয়ে সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত নিয়োগ দেয়া উচিত বলে অভিমত দেন তিনি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন যায়যায়দিনকে বলেন, ভারপ্রাপ্তরা দায়িত্বরত পদের জন্য পুরোপুরি যোগ্য নন। যোগ্য ব্যক্তিদের না পাওয়ার কারণেই ভারপ্রাপ্ত হিসেবে অন্য একজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আর তাদের নিয়োগ স্থায়ীকরণের জন্য অনেক প্রক্রিয়ার ব্যাপারও রয়েছে।